সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতানিশ্চিত করতে ‘তথ্য অধিকার আইন ২০০৯’ ব্যবহার করুন

এক নজরে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯

- তথ্য অধিকার আইনটি ২০০৯ সালের ১ জুলাই থেকে সরকারীভাবে সারা বাংলাদেশে কার্যকরী হয়েছে।
- এই আইনের আওতায় তথ্য পেতে, যে তথ্য দরকার তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য অধিকার বিধিমালার তফসিলে উল্লেখিত ‘ক’ ফরমে আবেদন করে সরাসরি হাতেহাতে জমা দিতে বা ডাকযোগে পাঠাতে হবে।
- আবেদকারীকে তথ্যের জন্য নির্ধারিত মূল্য (অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে) পরিশোধ করতে হবে। এই মূল্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নগদ বা চেক বা মানি অর্ডার বা পোস্টাল অর্ডারের মাধ্যমে প্রদান করা যাবে।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনের তারিখ থেকে খুব বেশী হলে ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করবেন এবং কোনো কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হলে আবেদনের ১০ কার্য দিবসের মধ্যে তা আবেদনকারীকে জানাতে হবে। তবে তথ্য যদি একটির বেশী অফিস থেকে নিতে হয় তাহলে ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় দিতে হবে।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য বা জবাব না পেলে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আপিল কর্মকর্তার কাছে নির্ধারিত ফরমে আপিল করতে হবে।
- আবেদনকারী আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে সিদ্ধান্ত প্রদানের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। তবে যুক্তিযুক্ত কারণে তথ্য কমিশন এর পরও অভিযোগ নিতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে কোন কর্তৃপক্ষ দোষী প্রমাণিত হলে কমিশন তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবে।
- এই আইনে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তবে আইনের ধারা ৭ অনুযায়ী ২০টি পরিস্থিতিতে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে।
- এই আইন দ্বারা ৮টি প্রতিষ্ঠানের গোয়েন্দা ইউনিটকে তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে তবে তথ্য ধারনকারী হিসাবে তথ্য প্রদানকারীর মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে তথ্য পাওয়া যাবে।

RESEARCH INITIATIVES BANGLADESH

POLLISREE

Manab Kallyan Parished-MKP

Partnership Development Justice NETZ বাংলাদেশ Together for Bangladesh